দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 APR 1987
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

001

জীবন প্রবাহ

অন্যায়ের প্রতিবাদ করে শিক্ষক আজ পথের ভিখারী

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ চাকরিচ্যুত হয়েছেন। দীর্ঘ ৯ বছর যাবত চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষের দ্বারে কতবার যে ধরনা দিয়েছেন তার হিসেব নেই। তবুও চাকরি ফিরে পাননি।

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলাধীন কলাতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগদান করেন। একটানা ১৬ বছর নিষ্ঠার সাথে কাজ করার পর ১৯৭৮ সালে তিনি চাকরি হারান। সে সময় থানা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করলে প্রথমে আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব দেয়া হয়। আবদুল ওয়াহিদ তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

এই অসম্মতি প্রকাশই তার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সার্ভিস বুকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে পাকুন্দিয়া উপজেলার নিশ্চিন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শাস্তিমূলক বদলী করা হয়। এদিকে আবদুল ওয়াহিদের স্থলে কলাতলী বিদ্যালয়ে অন্য একজনকে নিয়োগ করা হয়। সাথে সাথে নিশ্চিন্তপুর বিদ্যালয়ে পৌঁছে ওয়াহিদ দেখতে পান সেখানের শূন্য পদ আগেই পূরণ করা হয়েছে। দু'দিকেই কোন কূল-কিনারা না পেয়ে তিনি মুষড়ে পড়েন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট ধরনা দিয়েও বিফল হতে হয়েছে।

দীর্ঘ ১ বছর পর নিশ্চিন্তপুর বিদ্যালয়ে যোগদানের সুযোগ পান। ১৪ মাস ১৬ দিন দায়িত্ব পালন করে সার্ভিস বুক নিয়মিতকরণসহ বকেয়া বেতনের জন্যে তিনি আবেদন করেন। কিন্তু এই আবেদনের পর ওয়াহিদ দ্বিতীয় দফায় হোচট খান। পুনরায় চাকরি হারিয়ে আজ পর্যন্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন।

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জীবন প্রবাহ

চাকরি না থাকায় আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে তিনি পরিবার নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। স্ত্রী জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে মারা যান। মাতৃহারা সন্তানদের নিয়ে এর পর থেকেই শুরু হয় দুর্বিষহ জীবন। আবদুল ওয়াহিদ জানতে চান অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই কি তার অপরাধ?

অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করার বিরুদ্ধে তিনি আইনানুগ বিচারের ফরিয়াদ রেখেছেন। এদিকে কিশোরগঞ্জের জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মুজিবুল হক চুন্নু লিখিতভাবে জানিয়েছেন, আবদুল ওয়াহিদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। এরপরও ওয়াহিদ চাকরি ফিরে পাননি। চাকরি ফিরে পাওয়াসহ ১৯৭৯ সালের মার্চ মাস থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্যে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। তা না হলে সন্তানদের নিয়ে না খেয়ে মৃত্যু ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।